দৈনিক জনকণ্ঠ

39

তারিখ 2-4 NOV 1996
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

একবছর ধরে সকল নিয়োগ বন্ধ

শিক্ষকের অভাবে বেসরকারী কলেজগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে

শরীফুজ্জামান পিন্টু

পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে দেশের বেসরকারী কলেজগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষকের এ সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে '৯৫ সালে সরকার প্রণীত জনবল কাঠামো আইনের ফলে। এ আইন কার্যকর হবার পর থেকে বিগত এক বছরে বেসরকারী কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ এক প্রকার বন্ধ রয়েছে বলা চলে। যার ফলে পাঠদান ও পাঠাগ্রহণের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হচ্ছে বিশৃঙ্খলা।

কর্মক্ষেত্রের পরিধি সঙ্কুচিত হচ্ছে। গোটা বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থায় এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

উল্লেখ্য, দেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ শিক্ষা এখনও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল।

বিগত বিএনপি সরকারের আমলে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্ট্যাফিং প্যাটার্ন নির্ধারণের জন্য একটি আইন প্রণীত হয়। এ আইনে বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে প্রতিবিষয়ে মাত্র একজন শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি দেয়া হয়। এর আগে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে প্রতি ১শ' ২৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগের বিধান ছিল। এ নিয়ম পরিবর্তন করে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক সব বিষয়ের ক্ষেত্রে মাত্র একজন শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হয়। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে আবশ্যিক বিষয়ে এক হাজার ছাত্র থাকলেও তার জন্য একজন শিক্ষক। ইংরেজীর মতো আবশ্যিক বিষয়ে যদি একজন শিক্ষক পাঁচ শ' থেকে এক হাজার ছাত্রকে পড়াতে চান তা বাস্তবে সম্ভব নয়। চলতি বছর এইচএসসি'র ফল বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসাবে অনেক শিক্ষক এ অব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন।

এদিকে জনবল কাঠামো আইনে ডিগ্রী কলেজের ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজীর প্রতিটিতে দু'জন এবং অন্যান্য ঐচ্ছিক বিষয়ের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক নিয়োগের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর আগে ডিগ্রী পর্যায়ের কলেজগুলোতে প্রতিবিষয়ে অন্তত দু'জন শিক্ষক নিয়োগ করা যেত। এ ছাড়া বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে তিনজন শিক্ষক নিয়োগের অনুমোদন ছিল।

উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রী পর্যায়ের স্ট্যাফিং প্যাটার্ন পরিবর্তন করে যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে শিক্ষক ও কর্মচারীরা তার নাম দিয়েছেন 'কুখ্যাত জনবল কাঠামো আইন'। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনসহ বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন এ আইন স্থগিত করে পূর্বের স্ট্যাফিং প্যাটার্নে ফিরে যাওয়া অথবা ছাত্র ও শিক্ষকদের বাস্তব চাহিদা নিরূপণ করে নতুন একটি আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়ে আসছে। এ দাবিতে তারা গত এক বছরে বিভিন্ন সময় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা করলেও কোন সুফল আসেনি। অবশেষে গত ৯ নবেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় দশ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছে। এ কমিটির কাজ হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারী অংশ প্রদান ও জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালার পুনর্বিন্যাস। জনবল কাঠামো আইনের অসঙ্গতি সম্পর্কে শিক্ষা সচিব আবদুল্লাহ হারুন পাশা'র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে গঠিত কমিটির রিপোর্ট দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বিষয়টা সরকার গুরুত্বের সাথেই দেখছে।